ইচ্ছেডানা

সম্প্রতি ১০ মিনিটের ভিডিও ফুটেজে ধরা পড়েছে জলদানবের বিশাল চেহারা

জলদানব নেসি সত্যি নাকি কল্পনা?

হইহই পড়ে গিয়েছে জলদানবকে ঘিরে। ইউটিউবে তার ভিডিও প্রকাশ করা মাত্র বিশ্বজুড়ে ভাইরাল। কারণ, এতক্ষণ ধরে নেসিকে দেখা যায়নি এর আগে।

তুমি বলবে, কী এই নেসি! বলছি বলছি। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম 'মিরর'-এ একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। সেই লেখায় জানানো হয়েছে, আয়ারল্যান্ডের বাসিন্দা এওইন ও ফাওধাগেইন স্কটল্যান্ডের বিখ্যাত হ্রদ লক নেস-এর তীরে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন জলদানব নেসিকে দেখার জন্য। ভদ্রলোকের দাবি, তাঁকে নিরাশ করেনি জলদানব নেসি। প্রায় দশ মিনিট ধরে সে হ্রদের জলে ভেসেছিল। ভাসমান নেসি'র ভিডিও তুলে রেখেছেন এওইন। এবং তা ইউটিউবে প্রকাশ করা মাত্রই ভাইরাল হয়ে ওঠে। এওইন এর আগেও নাকি প্রায় মিনিট ২০ ধরে নেসি'র জলকেলি দেখেছেন। তার ভিডিও পর্যন্ত তিনি তুলেছিলেন। কিন্তু তখন তাঁকে বলা হয়েছিল এগুলো কোনো নৌকা বা অন্য কিছু। এবার তিনি তাঁর মোবাইল ক্যামেরায় ধরে রেখেছেন নেসি'র ঘোরাফেরা।

লক নেস-এর তীরে রয়েছে রেজিস্টার অফ সাইটিংস অ্যাট লক নেস-এর দফতর। সেখানে রাখা রেজিস্টারে এওইন তাঁর দেখা ঘটনাটিকে নথিভুক্ত করিয়েছেন। দফতরের কর্মকর্তা গ্যারি ক্যাম্পবেল জানিয়েছেন, এর আগে ১-২ মিনটের ভিডিও নেসি-দর্শনার্থীরা পেশ করেছেন। এবারে একেবারে ১০ মিনিটের ভিডিও। এতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, প্রায় ২০ ফুট দীর্ঘ এক প্রাণী হ্রদের জলে ভেসে উঠছে আবার ডুবছে। সাঁতরানোর বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। দফতরে রাখা রেজিস্টার বলছে, শুধুমাত্র ২০১৭ সালে ১১ বার নেসিকে দেখা গেছে।

এতকিছুর পরেও নেসিকে নিয়ে বিশ্ববাসীর সন্দেহ মেটে না। বিতর্কও রয়েছে বিস্তর।

স্কটল্যান্ডের লক নেস হ্রদটি লম্বায় ২৪ মাইল। দৈর্ঘ্যের দিক থেকে দ্বিতীয় হলেও আয়তন বা গভীরতার দিক থেকে এটিই স্কটল্যান্ডের সবচেয়ে বড়ো হ্রদ।

ইতিহাস বলে, নেসির অস্তিত্ব নিয়ে সবচেয়ে পুরোনো ঘটনাটি ৫৬৫ খ্রিস্টাব্দের। সেন্ট কলাম্বিয়া নামে এক আইরিশ যাজক নেস হ্রদে সাঁতার কাটতে থাকা একজনকে ভয়ংকর কোনো প্রাণীর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। ইতিহাসবিদরা শুরুর দিকে এটিকে কোনো পরিচিত প্রাণী বলে ভাবতে শুরু করেন। এবং সেই থেকে হ্রদটিকে ঘিরে গড়ে ওঠে রহস্য। বিশ শতকে এসে সেই রহস্যই ফুলেফেঁপে ওঠে, ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে।

১৯৩৩ সালের এপ্রিলের কোনো এক সময় হ্রদের পাড় ঘেঁষে রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলেন দুই ভদ্রলোক। হ্রদের মাঝে তাঁরা এক অদ্ভুত আলোড়ন দেখতে পান। তার পরপরই বিশাল প্রাণীটি তাঁদের চোখে পড়ে। তাঁদের দাবি অনুসারে প্রাণীটি ছিল প্রায় ৩০ ফুট মতো লম্বা। মাথা এবং দেহের শেষ দিকটা অনেকটা সাপের মতো। দেহের ঠিক মাঝামাঝি পেটের কাছে দুটো ফ্লিপার অর্থাৎ পাখনা। মুহূর্তের মধ্যে প্রাণীটি চলে যায় আবারও জলের তলায়।

এক পাদ্রির দেখা ঘটনার কথা বলি। তিনি হ্রদের পাড় ধরে হাঁটছিলেন। হঠাৎ দেখলেন জলের তলা থেকে জেগে উঠতে চাইছে বিশাল কোনো প্রাণী। তিনি ঈশ্বরের নাম নিলেন। ভি আকারের ফেনা তৈরি হল। আর কিছুই দেখতে পেলেন না। পরের বছরই একজন ছাত্র মোটরসাইকেল চালিয়ে আসার সময় হ্রদের পাশের রাস্তায় কোনো একটা বিশাল প্রাণীর সঙ্গে প্রায় ধাক্কা খায়। ছেলেটির বর্ণনা অনুসারে প্রাণীটি সরীসৃপ গোছের বিশালাকৃতির, যার মাথা অনেকটা সাপের মতো। আগের বর্ণনার সঙ্গে ছেলেটির দেওয়া বর্ণনা মিলে যায়।

অনেক ক্যামেরা বসানো হল, অনেক ব্যবস্থা নেওয়া হল নেসিকে দেখার। কয়েকটা ছবি তোলা হল বটে, কিন্তু তাতে পরিষ্কার ভাবে কিছুই ধরা পড়ল না। জলের আলোড়নের ছবি উঠল, সঙ্গে কিছু ভি আকৃতির ফেনার ছবি। ১৯৩৪ সালে লন্ডনের একজন ডাক্তার একটি ছবি প্রকাশ করেন। সেই ছবিতে মাথা তোলা অবস্থায় নেসিকে দেখা যায়। কয়েক বছর পর প্রমাণিত হয়, ছবিটা আসলে জাল। ১৯৬০ সালে একজন অ্যারোনটিকাল ইঞ্জিনিয়ার মুভি ক্যামেরা ব্যবহার করে নেসির একটি ভিডিও ফুটেজ তুলতে সমর্থ হন। যদিও ভিডিও ফুটেজটিতে কি ছিল, তা বাইরে প্রকাশ না করা হলেও Royal Air Force Photographic Department ফুটেজটি আসল এবং অপরিবর্তিত বলে স্বীকৃতি দেয়। তিনি তাই তাঁর বাকি জীবনটুকুও নেসিকে খুঁজে বের করার কাজেই নিয়োজিত করেন।

১৯৭০ সালে প্রথম নেসিকে খোঁজার বৈজ্ঞানিক অভিযান শুরু হয়। আন্ডারওয়াটার ক্যামেরা থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক সব যন্ত্র নিয়ে শুরু হয় খোঁজা। অভিযানের এক পর্যায়ে একটি ছবি তোলা হয় জলের নীচ থেকে, যাকে দেখলে ২০ ফুটের মতো লম্বা একটা প্রাণী বলেই মনে হয়। পরে জানা যায় যে, এটি একটি গাছ ছাড়া কিছুই নয়। Operation Deepscan নামের এই অপারেশনে এটাও বলা হয় যে, কিছু লম্বা প্রতিধ্বনি হ্রদের গভীর থেকে যন্ত্রে ধরা পড়ে। যদিও এই অভিযান কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারেনি।

২০০০ সালের মার্চ মাসে নরওয়ের একদল বিজ্ঞানী এই হ্রদ থেকে কিছু অস্বাভাবিক শব্দ রেকর্ড করেন। তাঁদের বক্তব্য অনুসারে এটি কিছুটা হলেও নরওয়ে হ্রদের প্রাপ্ত শব্দের সঙ্গে ক্রস ম্যাচিং করে। এখানে বলে রাখি, নরওয়ে হ্রদেও নেসির মতোই কিছু অচেনা প্রাণীকে নিয়ে গবেষণা চলছিল বহুদিন। গবেষকদের দাবি, দুটি হ্রদেই সম্পূর্ণ নতুন এবং অচেনা প্রাণী থাকতে পারে, যারা হয়তো বা একই গোত্রের বা প্রজাতির। এছাড়াও সাম্প্রতিক কালে ইকো ব্যবহার করে লক নেসের তলদেশ থেকে বিশাল এক গুহা বা খাদ আছে বলে ধারণা করছেন গবেষকরা।

এরকম যদি প্রজাতি থেকেও থাকে তবে তার জন্য তাদের বংশবিস্তারও তো জরুরি। হয়তো আজকের নেসি সেই ১৫০০ বছর আগের কোনো প্রাণীর উত্তরসূরি। সম্প্রতি ১০ মিনিটের ভিডিও ফুটেজ পাওয়া গেছে নেসির। তাহলে কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে!

নেসি হল গিয়ে জলের ডাইনোসর বা plesiosaur যা ৬০ মিলিয়ন বছর ধরে পাওয়া যায়নি। এটি ক্রিপ্টোজুওলোজির অংশ। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, আইস এজ এবং উল্কাপাতের পরেও কোনোভাবে কিছু প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী বিলুপ্তির হাত থেকে বেঁচে যায়, যার প্রমাণ এই নেসি বা তার বংশধর।

স্কটল্যান্ডের বিখ্যাত লক নেস হ্রদ। হাজার হাজার ভ্রমণার্থী প্রতিবছর এই হ্রদটি ভ্রমণ করেন শুধুমাত্র রহস্যের খোঁজে। অনেক তথ্যচিত্র, সিনেমা, টিভির অনুষ্ঠান, এমনকি কার্টুনও তৈরি হয়েছে জলদানব নেসিকে নিয়ে। প্রশ্ন হল, নেসি কি সত্যিই আছে নাকি মানব মনের কল্পনা? লক নেসকে ঘিরে কেন এত রহস্য?

আঁকিবুকি

ঊর্মি বসু, নবম শ্রেণি,
জারমেলস অ্যাকাডেমি

সান্ত্বনা রায়, তৃতীয় শ্রেণি,
সুবোধ শিশুতীর্থ

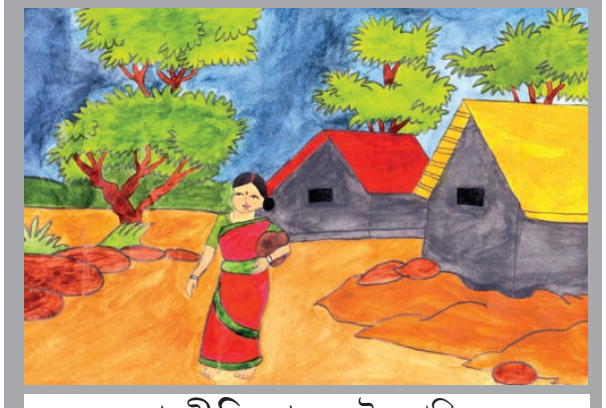

শ্রেয়সী সিকদার, অষ্টম শ্রেণি,
শিলিগুড়ি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

প্রিয়াংশু বণিক, নবম শ্রেণি,
সেন্ট মেরিজ স্কুল